দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 10 DEC 2002
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে ডঃ আব্দুল কাদের অবাঞ্ছিত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে দুর্ব্যবহার ও অশোভন আচরণের অভিযোগে কমিশনের খণ্ডকালীন সদস্য ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ আবদুল কাদের ভুঁইয়াকে কমিশনে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। ডঃ আব্দুল কাদের ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা গতকাল (সোমবার) কমিশনের কার্যালয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ এবং তার পদত্যাগ ও বিচার দাবীতে চেয়ারম্যানের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এ টি এম জহুরুল হক এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন বলে জানা গেছে।

মঞ্জুরি কমিশনের কয়েকজন কর্মকর্তা অভিযোগ করে জানান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ আব্দুল কাদের ভুঁইয়াকে গত ২৯ জুন কমিশনের খণ্ডকালীন সদস্য হিসেবে মনোনীত করার পর বিভিন্ন সময় কমিশনের চেয়ারম্যানসহ কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে তিনি চরম দুর্ব্যবহার করেন। এছাড়া ২৮ অক্টোবর কমিশনের একটি পরিদর্শক দল খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে ভিসি আব্দুল কাদের ভুঁইয়া টীমের সদস্যদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। এ ব্যাপারে কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়। এ ঘটনার পর ডঃ আব্দুল কাদেরের ব্যাপারে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। গতকাল সকাল ৯টায় কমিশনের কার্যালয়ে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে একটি তদন্ত উপ-কমিটির সভা শুরু হলে ডঃ আব্দুল কাদের কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ মোফাক্কেরের সাথে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পূর্ণকালীন সদস্য মনিরুল হক এর প্রতিবাদ করলে সভায় তুমুল হট্টগোল শুরু হয়। এক পর্যায়ে তদন্ত কমিটির আহবায়ক কে এম মহসীন সভা স্থগিত করেন। এ খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়লে কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ আব্দুল কাদেরের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ করে। এতে কমিশন কার্যালয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভের মুখে কমিশনে স্বাভাবিক কাজকর্ম না হওয়ায় তা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। মঞ্জুরি কমিশনের ৭৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিক্ষোভ শেষে খণ্ডকালীন সদস্য আব্দুল কাদেরকে কমিশনে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে চেয়ারম্যান ও সকল সদস্য বরাবর স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপিতে কমিশনের খণ্ডকালীন সদস্যপদ থেকে তার পদত্যাগ ও বিচার দাবী করা হয়।

এদিকে মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর এ টি এম জহুরুল হক গতকাল দুপুর ১টায় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুকের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়টি তাকে অবহিত করেন বলে জানা গেছে।